



36387 - কেরবানীর একটি পশু কয়জনরে পক্ষ থেকে বধৈ হব্বে?

প্রশ্ন

আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানরো সহ পরিবাররে সদস্য আটজন। আমাদরে জন্য কি একটি কেরবানীর পশু যথেষ্ট হব্বে? নাকি প্রত্যকরে পক্ষ থেকে একটি পশু কেরবানী দতি হব্বে? যদি একটি পশু যথেষ্ট হয় তাহলে আমি ও আমার প্রতবিশৌ একই কেরবানীর পশুতে অংশীদার হওয়া বধৈ হব্বে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কেরবানীর পশু হিসাবে একটি মষে ব্যক্তি নিজরে পক্ষ থেকে, তার পরিবাররে সদস্যদরে পক্ষ থেকে এবং যত মুসলমানরে পক্ষ থেকে নিয়ত করে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হব্বে। দলিলি হচ্ছো আয়শো (রাঃ) এর হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মষে আনার নরিদশে দলিলে যটেরি পায়রে রঙ কালো, পটেরে রঙ কালো, চোখরে রঙ কালো। নরিদশে অনুযায়ী কেরবানীর জন্য মষেটি আনা হল। তখন তিনি আয়শো (রাঃ) কে বললনে: হে আয়শো! তুমি ছুরটি নিয়ে আস (অর্থাৎ আমাকে ছুরটি দাও)। তিনি ছুরটি নিয়ে এলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুরটি এবং মষেটকিও নলিলে। এরপর মষেটকি শূইয়ে দিয়ে জবাই করলনে (অর্থাৎ জবাই করার প্রস্তুতি নলিলে)। এরপর বললনে: বসিমিল্লাহ, হে আল্লাহ! এটি মুহাম্মদরে পক্ষ থেকে, মুহাম্মদরে পরিবাররে পক্ষ থেকে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে কবুল করুন। অতঃপর তিনি সো মষেটি কেরবানী করলনে। [সহিহ মুসলমি]

ব্যাকটেরে ভতেররে অংশটুকু ব্যাখ্যা; মূল হাদিসরে অংশ নয়।

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় একজন ব্যক্তি একটি ছাগল দিয়ে নিজরে পক্ষ থেকে ও নিজরে পরিবাররে পক্ষ থেকে কেরবানী দতি। নিজরো খতে এবং অন্যদরেকও খাওয়াত।” [সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তরিমযিহি; তরিমযিহি হাদিসটকি ‘সহিহ’ বলছেন। আলবানী সহিহুত তরিমযিহি গ্রন্থে (১২১৬) হাদিসটকি ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, কোন লোক যদি একটি ছাগল কথিবা একটি ভড়া দিয়ে কেরবানী দিয়ে তাহলে সটো তার নিজরে পক্ষ থেকে, তার



পরবিাররে মৃত বা জীবতি যত সদস্যদরে পক্ষ থেকে নয়িত করে সকলরে পক্ষ থেকে জায়যে হবে। যদি আমভাবে বা খাসভাবে কোন নয়িত না করে তাহলে 'আহলে বাইত' বা পরবিার বলতে মানুষরে ব্যবহারে যাদরেকে বুঝায় কথিা ভাষাগতভাবে যাদরেকে বুঝায় তারা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথাগতভাবে ব্যক্তি যাদরে ভরণপোষণ করে— স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন তাদরেকে পরবিার বলে। আভিানকি অর্থে পরবিার বলতে ব্যক্তির সসেব আত্মীয়দরেকে বুঝায় যারা তার নিজরে বংশধর, তার পতির বংশধর, তার দাদার বংশধর কথিা তার প্রপতিমহরে বংশধর।

একটি মষে দয়িে যাদরে যাদরে পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে একটি উটরে সপ্তমাংশ কথিা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ দয়িে তাদরে সবার পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে। তাই, কটে যদি এক সপ্তমাংশ উট দয়িে কথিা এক সপ্তমাংশ গরু দয়িে তার পক্ষ থেকে, তার পরবিাররে পক্ষ থেকে করেবানী দয়িে সটো জায়যে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরি পশুর ক্ষতেরে এক সপ্তমাংশ উট ও এক সপ্তমাংশ গরুকে একটি ছাগলরে স্থলাভিিক্ত করছেন। অনুরূপ বিধান করেবানীর ক্ষতেরেও প্রযোজ্য হবে। যহেতু এক্ষতেরে করেবানী ও হাদরি মধ্যে কোন পার্থক্য নই।

দুই:

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি মষে ক্রয়ে অংশীদার হয়ে সবার পক্ষ থেকে করেবানী দয়ো জায়যে নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাতে এই মর্মে কিছু উদ্ধৃত হয়নি। অনুরূপভাবে আট বা ততোধিক ব্যক্তি একটি উট কথিা একটি গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে নই (তবে সাতজনরে একটি উটে কথিা গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে আছে)। কেননা ইবাদতগুলো তাওকফিয়্যা (দললিরে সীমায় বিধান সীমাবদ্ধ এমন)। এগুলোর ক্ষতেরে নির্ধারণি সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না; সটো সংখ্যাগত সীমা হোক কথিা পদ্ধতগিত সীমা হোক। তবে, সওয়াবরে ক্ষতেরে অংশীদার করা যতে পারে। যমেন সওয়াবরে ক্ষতেরে অগণতি মানুষকে অংশীদার করার কথা উল্লেখ আছে।